গ্রাম-গ্রামান্তরে

নারী শিক্ষায় আশার আলো

রুকুনউদ্দৌলাহ

সদ্য শরতের বৃষ্টিহীন সকাল। সকালটাও ছিল শুভ্র, নির্মল রাতে প্রচণ্ড গরমে তপ্ত শহর পড়লেও সেদিনের সকাল যেন শীতের আগমনী বার্তা পাঠিয়েছে। এ পরিবেশে ঘরে থাকতে মন চায়নি, অনুমতি নিয়ে বাংলানিউজকে ডেকে তার মোটরসাইকেলে বেরিয়ে পড়লাম শহরের বাইরে। একেবারেই উদ্দেশ্যহীনভাবে। কোথায় যাচ্ছি, কোথা থেকে ফিরব তার কিছুই ঠিক নেই। জেলা শহরের কৃত্রিম জীবনের গণ্ডির পরিবেশের বাইরের এ ঘোরাঘুরিতে লোকসান তো হয়ইনি বরং মনের যে খোরাকটা পেয়েছিলাম তার চিত্র বর্ণনার ভাষাশৈলী আমার নেই। মনের ভেতরে আকুলি-বিকুলি করা অলেখা ছন্দের মিছিল কথামালার ছন্দ হয়ে বেরিয়ে আসার জন্য দাপাদাপি করছিল। কিন্তু আমি তো আর কবি নই যে, তা দিয়ে একটি মালা গেঁথে সম্মানিত পাঠকদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করব। আমি যে ভাবের জগতে ভাষা বা শব্দের দুর্ভিক্ষে এক সর্বহারা কাঙাল।

এমনই এক সকালে মন ভরে ঘোরাঘুরির পর ফেরার পথে এক হাই স্কুলের সামনে এসে নজর আটকে গেল। অ্যাসেম্বলিতে অংশ নেয়া ছাত্রছাত্রীদের দুই ভাগ মেয়ে আর এক ভাগ ছেলে। মনটা প্রশান্তিতে কানায় পূর্ণ হলো। সেখানেই দাঁড়িয়ে খোঁজ জানলাম এই স্কুলে ৩০০ ছাত্রছাত্রী আছে। এদের মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যাই কেবল বেশি নয়। উপস্থিতি থেকে পড়াশোনা আচার-আচরণ সব দিক থেকে মেয়েরা এগিয়ে।

কথা হলো প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে। তিনি বললেন, ছাত্রী বৃদ্ধি মেয়েদের স্কুলমুখী করেছে। এখন যেহেতু মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে অভিভাবকদের কোনো খরচ লাগে না সেহেতু তারা মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর ব্যাপারে অনীহা দেখান না।

লেখাপড়ায় মেয়েদের এগিয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ হলো ছেলেরা লেখাপড়ার বাইরে ঘুরবেন ক্ষমতা কোন নয় এমন কাজে সময় ব্যয় করে বেশি। কিন্তু সমাজ বাস্তবতায় মেয়েদের সে সুযোগ নেই। তাই ছেলেরা যে কাজে সময় নষ্ট করে মেয়েরা সেই সময়টা লেখাপড়ায় ব্যয় করে। এতে তারা ছেলেদের চাইতে এগিয়ে যাচ্ছে।

এই প্রধান শিক্ষক আরও জানান, ছেলেরা যে হারে মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেটের অপব্যবহার করছে তাতে এ দেশটা নিয়ে আর যে যা-ই ভাবুক আমি হতাশ। তারা পড়ার টেবিলে তো নেই, তারপর নানা অপকর্মে জড়িয়ে পড়ছে। মাধ্যমিক স্কুলের একজন ছাত্রের হাতে মোবাইল থাকতে হবে কেন? তাও আবার সঙ্গে করে স্কুলে নিয়ে যাবে।

জানতে চাইলাম ছেলেরা পড়ার টেবিলে না থাকলে পাবলিক পরীক্ষায় রেজাল্ট ভালো হয় কি করে?

তিনি কিছুটা ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, বোঝা না গেলেও হচ্ছে। আপনার বাড়ির বাগানটাও যদি পরীক্ষার হলে পাঠান সেও ভালো গ্রেড পেয়ে পাস করবে। কোন পরীক্ষার্থী পরীক্ষার খাতায় কোনো রচনার অনুচ্ছেদ যদি ৩ টুইটির না হয় তার আর বেশি না, চুপ থেকেছে বলেই এইজন্য নিয়ে আসে তবু তাকে নম্বর দিতে হবে। তাহলে এ পাসের কোন মূল্য আছে?

ঝিকরগাছা উপজেলার শ্রীরামপুর ছিদ্দিকীয়া আলিম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আবদুর রাজ্জাক জানান, তার মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০০। এর মধ্যে ৩০০ ছাত্রী। এসব মেয়েরা লেখাপড়ায় দক্ষ না।

ছাত্রীর সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণ কি?

ছাত্রী বৃদ্ধি অন্যতম কারণ বলে আমি মনে করি একটি মেয়েকে তার বিয়ের আগ পর্যন্ত বাবার বাড়িতে অলস সময় কাটাতে হয়। এই সময়টা লেখাপড়ার কাজে ব্যয় করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে ছাত্রী বৃত্তির কল্যাণে। আগে সাধারণত অভিভাবকদের মনে হতো বড় হলে মেয়ে পরের বাড়ি চলে যাবে। টাকা পয়সা খরচ করে লাভ কি? কিন্তু এখন যেহেতু লেখাপড়ার খরচটা সরকার বহন করছে সেহেতু মেয়েদের লেখাপড়া করাতে তাদের আর্থিক ক্ষতি নেই। তা ছাড়া দিন বদলে মানুষের মানসিকতারও বদল হয়েছে।

তিনি আরও জানান, অভিভাবকরা মেয়েদের ধর্মীয় শিক্ষা দিতে বেশি পছন্দ করে। মাদ্রাসায় ছাত্রীর সংখ্যা বেশি হওয়ার এটিও একটি কারণ।

এই এলাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খোঁজ নিয়ে সব জায়গা থেকে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধির তথ্য পাওয়া গেছে। সাতক্ষীরার তালা শহীদ আলী আহমেদ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে চলতি বছর ৫১৭ ছাত্রী আছে। এর মধ্যে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ৯৬ জন, ৭ম শ্রেণীতে ১০৮ জন, ৮ম শ্রেণীতে ১১৭ জন, ৯ম শ্রেণীতে ১০০ জন ও ১০ম শ্রেণীতে ৯৬ জন ছাত্রী রয়েছে।

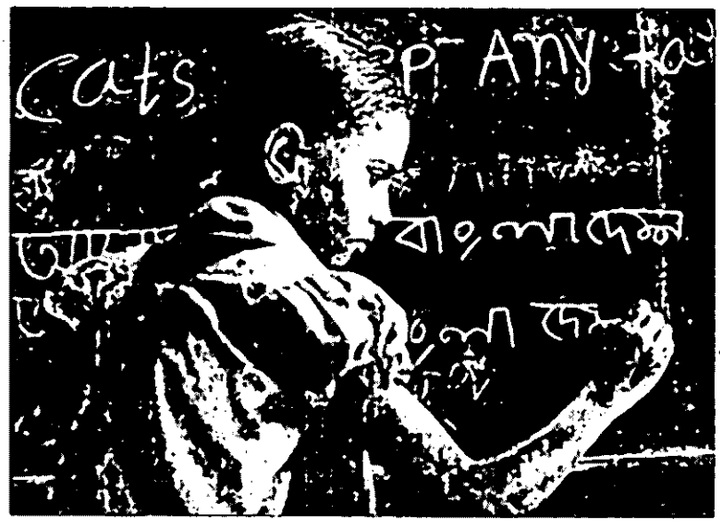

এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে ছাত্রী সংখ্যা আরও বেশি ছিল। কিন্তু উপজেলা সদরে অবস্থিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারীরা অন্যত্র বদলি ও শ্রেণী কক্ষ সংকটের কারণে ছাত্রী কমেছে।

পাবলিক পরীক্ষার ফলও দৃষ্টান্তমূলক। ২০১৩ সালের এসএসসিতে গোল্ডেন এ প্লাস পেয়েছে ১৭ জন এবং তিনজন জিপিএ-৫ পেয়েছে। পাসের হার ৯৬ ভাগ।

জেএসসি ২০১২ সালে এ প্লাস পায় ২১ জন, পাসের হার ১০০ ভাগ। বিদ্যালয়টি সাতক্ষীরা জেলার মধ্যে ৩য় অবস্থানে।

যশোরের কেশবপুর উপজেলার ভালুকঘর বঙ্গবন্ধু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুল হালিম জানান, তার বিদ্যালয়ে এ বছর ১৬৩ জন ছাত্রী আছে।

সাগরদাঁড়ি মাইকেল মধুসূদন ইনস্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক আবদুর রাজ্জাক জানান, প্রতিষ্ঠানটিতে ছাত্রী আছে ২৩৫ জন।

ভরত ভায়না মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা ১৪১ জন বলে জানান বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আহসান হাবিব।

যশোরের মনিরামপুর উপজেলায় ১৯৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। এই বিদ্যালয়গুলোর চার বছরের পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা গেছে প্রতি বছরই ছাত্রের চেয়ে ছাত্রীর সংখ্যা অনেক বেশি। ২০১০ সালে বিদ্যালয়গুলোতে যেখানে ছাত্র ছিল ১৫ হাজার ৯৪১ জন সেখানে ছাত্রী ছিল ১৯ হাজার ২২২ জন। ছাত্রের চেয়ে ছাত্রীর সংখ্যা তিন হাজার ২৮১ জন বেশি। তিন হাজার ১৬ জন ছাত্রী বেশি ছিল ২০১১ সালে। ওই বছর ছাত্রী ছিল ১৯ হাজার ৬৪৮ জন, ছাত্র ছিল ১৬ হাজার ৬৩২ জন। ২০১২ সালে ছাত্র এবং ছাত্রী উভয়ই বৃদ্ধি পায়। ছাত্র বেড়ে হয় ১৭ হাজার দুজন এবং ছাত্রী বেড়ে ২০ হাজার ১৩৪ জন। ওই বছর ছাত্রী বেশি ছিল তিন ১৩২ জন। চলতি শিক্ষা বর্ষে ছাত্রীর চেয়ে ছাত্রের সংখ্যা তিন হাজার ৫৩০ জন কম। এ বছর ছাত্রের সংখ্যা ১৭ হাজার ৭২৩ এবং ছাত্রীর সংখ্যা ২১ হাজার ২৫৩।

দেশের অনেক হতাশাব্যঞ্জক চিত্রের পাশে শিক্ষায় মেয়েদের এই অগ্রসরমান চিত্র নিঃসন্দেহে আশার আলো দেখায়। নেপোলিয়ন বলেছিলেন, 'আমাকে শিক্ষিত মা দাও, আমি সমৃদ্ধ জাতি দেব।' একটি জাতির পুনর্গঠনে এ কথা যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা আর ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন নেই। বিষয়টি নিয়ে যেখানে যতটুকু আলোচনা হয়েছে তাতে সবাই আশান্বিত হয়েছেন। একজন অভিভাবক জানালেন মেয়েরা শিক্ষিত হওয়ায় ইতোমধ্যে পরিবারে ইতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। বিষয়টি গ্রামে গ্রামে লক্ষণীয় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগে থেকে শহরে ঘরে ঘরে মেয়েরা শিক্ষিত ছিল; কিন্তু গ্রামের চিত্র ছিল সম্পূর্ণ উল্টো। এখন প্রায় সমতা এসে গেছে। পার্থক্য শুধু এটুকু যে শহরে উচ্চ শিক্ষিতার হার বেশি। কিন্তু গ্রামে ডিগ্রি পাস মেয়ের সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। আর বাড়ি বাড়ি এসএসসি, এইচএসসি পাস মেয়ের সংখ্যা তো অগণিত।

মেয়েরা শিক্ষিত হয়েছে বলেই পরিবারের শিশুদের প্রতিপালন, তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশের পরিবর্তন এসেছে। সংসারের আয়-উপার্জন বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রামীণ অর্থনীতিতে আজ পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে।

শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নারীর ক্ষমতায়ন ঘটেছে। যোগ্যতা অনুসারে চাকরি করছে মাত্র বহু মেয়ে। উপার্জনশীলতা তাদের মর্যাদার আসনে বসিয়েছে। একজন ইউপি চেয়ারম্যান বললেন, অবস্থাটা এমন যে এখন আর আমাদের আগের মতো নারী নির্যাতনে অভিযোগ এসব বিষয়ে খুব একটা সালিশ বিচার করতে হয় না। যাঁরা শিক্ষিত হলে তাদের সচেতনতা বেড়েছে। তারা সংসার পরিচালনায় স্বামীর সঙ্গে শেয়ার করে। এতে দেখা যায় সংসারে স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই সমান অংশীদারিত্ব থাকায় কেউ কারও ওপর অযথা কিছু চাপিয়ে বলতে পারে না।

জানতে চেয়েছিলাম দুজনের অংশীদারিত্বে যখন সংসার চলে তখন আধিপত্য নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় না?

তিনি জানান, শিক্ষার কারণে সচেতনতা সৃষ্টি হওয়ায় এ সমস্যা থেকে তারা মুক্ত। এটা তো তর্কাতীতভাবে সত্য যে স্বামী সব সময় স্ত্রীর কাছে বয়সের কারণে হলেও সম্মানিত ব্যক্তি। ঠিক তেমনই স্ত্রীও স্বামীর কাছে ভালোবাসার পাত্রী। শিক্ষার কারণে এই সচেতনতা তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে। এর বাইরে অস্বাভাবিক যা কিছু ঘটছে তা বিচ্ছিন্ন ঘটনা।